শীতের সবজি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছে ঝিনাইদহের চাষিরা

ঝিনাইদহের মাটিতে বছর জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর শীতের সবজি ফুল ও বাঁধা কপি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছেন এ জেলার চাষিরা। বিক্রি করতেও কোন ঝামেলা নেই। ব্যপারীরা সরাসরি মাঠ থেকে চাষিদের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের সবজি কিনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলাতে পাঠাচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, গ্রীষ্মকালীন ফুল ও বাঁধাকপি বছরের ১ লা আষাঢ় মাসে শুরু হয়। প্রতিবিঘা জমিতে সাড়ে ৩’ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। বীজতলায় চারাগাছ থেকে শুরু করে মাত্র ৩ মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা উৎপাদন খরচ করে বিঘা প্রতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা বিক্রি করা যায়।

কৃষক মনিরুল ইসলাম বলেন, এবছর তীব্র গরম ও বেশি পরিমাণ বৃষ্টিতে প্রতিকুল আবহাওয়াতেও তিন মাস, অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে কপি বাজারজাত করতে পেরেছে চাষীরা। প্রতি বিঘা জমিতে বাঁধাকপি ৫ টন ও ফুলকপি ৩ টন উৎপাদন হয়ে থাকে। এতে কৃষকরা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা লাভবান হয়ে থাকে।

সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের চাষি পারভেজ বলেন, চলতি বছর প্রতিবিঘা জমিতে বীজ, সার, কীটনাশকসহ খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমান বাজার দাম ভালো থাকায় বেশ ভালো লাভ হচ্ছে। গত বছরও বিঘা প্রতি কপি বিক্রি করে খরচ বাদে চাষীরা ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছিল।

পাইকার ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম বলেন, কপির বাজার চাহিদা ও সাইজের উপর দাম নির্ভর করে। চলতি বছর কপির সাইজ কিছুটা ছোট হয়েছে। তাই তিনি প্রতিপিচ ফুল ও বাঁধাকপি ১৮ থেকে ২২ টাকায় কৃষকের জমি থেকে কিনে সেগুলো রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে দেন।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, কৃষি বিভাগের হিসাব মতে জেলাতে ফুল ও বাঁধা কপিসহ বিভিন্ন সবজির আবাদ হয়েছে ৫ হাজার ৪২৯ হেক্টর জমিতে। আর এ পরিমাণ আবাদ থেকে হেক্টর প্রতি ১৭ দশমিক ১২ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। ভৌগলিকভাবে জেলার মাটি উঁচু ভুমি হওয়ায়

সময়ে অসময়ে সব ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। আবাদি জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়না। অনান্য জেলার চাইতে এ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম হওয়ায় ভালোভাবে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করা সম্ভব হয়।

মহেশপুর উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কলেজ স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে মহেশপুর কওমি মাদ্রাসার সহ-সভাপতি নাজির আহমেদ, উপজেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি মুফতি রফিকুল ইসলাম, ওলামা পরিষদ মহেশপুর শাখার সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন মুসল্লিরা।

স্বৈরাচারী সরকারের ফেলে যাওয়া দলবাজ উচ্ছিষ্ঠ প্রশাসন দেশে চলমান–তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, স্বৈরাচারী সরকারের ফেলে যাওয়া দলবাজ উচ্ছিষ্ঠ প্রশাসনের চলমান ষড়যন্ত্রের কাছে এ সরকার মাঝে মাঝে অসহায় বোধ করছে। তাদের এই ছোট ছোট ঝড়যন্ত্র এক সময় মহা বিপদ ডেকে আনবে। তাই এদের দ্রুত অপসারণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন অর্ন্তর্বতীকালীন সরকারের রোডম্যাপ নির্দিষ্ট করতে হবে। সব পরিবর্তন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরও আমরা বলতে চাই তাদের যে মুল দায়িত্ব তা সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে জেলা বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান আরও বলেন, জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারই কেবল গণতন্ত্র ও দেশে উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে পারে। এই সরকারের প্রতি সেদিনও আমাদের সমর্থন ও আস্থা ছিল, আজও আছে। আমাদের আস্থাকে প্রশ্নহীন রাখার চ্যালেঞ্জ কিন্তু তাদেরকেই নিতে হবে। স্বৈরাচার পতনের এই মহা সময়ে দেশের গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল, ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক ও সর্বস্তরের মানুষের অবদানকে যদি আমরা মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হই, তাহলে ১৬ বছরের স্বৈরাচারী হাসিনার গুম, খুন, হামলা-মামলা ও নির্যাতনের শিকার জনতার অবদানকে যদি স্বীকৃতি দিতে না পারি, তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকায় নিহত ঝিনাইদহের সাব্বির ও প্রকৌশলী রাকিবুল হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে অনুষ্ঠিত এ গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সহ-তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল, ব্যারিষ্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম

ফিরোজ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সোমেনুজ্জামান সোমেন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক সহ স্থানীয় সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৩৫ কোটি টাকা মুল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস

ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৫ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে মহেশপুরের খালিশপুর ৫৮ বিজিবি। আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে খালিশপুর ৫৮ বিজিবির সদর দপ্তরে এ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

সেসময় অনুষ্ঠানে বিজিবি’র কুষ্টিয়া সেক্টর সদর দপ্তরের কমান্ডার কর্ণেল মারুফুল আবেদীন, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

বিজিবি জানায়, ২০২৩ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া ১২ হাজার ৪’ ৬৩ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ১৩ বোতল সিরাপ, ৪৯ হাজার ৮০ বোতল মদ, ৭৬ কেজি গাজা, এবং ৮’শ ৭১ পিচ ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট ধ্বংস করা হয়।

ঝিনাইদহে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর চারমাইল এলাকা থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর সামনে দর্শনা টু ঢাকা মহাসড়কে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা কালে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৪৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মিরাজ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায় কে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার সুলতান পুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। আসামীর নিকট থেকে ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল ছাড়াও ২টি মোবাইল ফোন ও নগদ- ৫২২/- টাকা উদ্ধার করে আসামীকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে সর্বজনীন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমুহের নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ শে সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি মূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কোটচাঁদপুর সার্কেল মুন্না বিশ্বাস, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি জান্নাতুল মাওয়া, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার এনামুল হক,সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপি দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া,পৌর বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ড, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিকেল অফিসার আশরাফুল আলম, সমাজ সেবা অফিসার বসির উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী,পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান,কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মইন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার প্রমুখ।

সে সময় পূজা মন্ডপ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে করনীয় বিষয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অতিথিরা।

এ সময় উপজেলার ৪১ টি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-সম্পদক, সাংবাদিক,বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কর্মী, ফায়ার সার্ভিসের সদস্য সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেন এর বহিস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে হাসপাতালের চিকিৎসক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

আজ বুধবার সকালে কর্মবিরতি দিয়ে হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিনিয়র চিকিৎসক আব্দুল হালিম, মেডিকেল অফিসার আরাফাত রহমান, খালিদ নাঈম, কানিজ ফাতেমা, জুই আক্তার, নাহিদ পারভেজ, সুবোধ রঞ্জন, সিনিয়র ল্যাব সহকারী টেকশিয়ান তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, হিসাব সরকারী থেকে সহকারী পরিচালক হওয়া মিলন হোসেন হাসপাতালের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে প্রমাণসহ অভিযোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দুর্নীতিবাজ মিলনের বহিস্কার দাবী করেন তারা। তা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় কর্মসূচী থেকে।

ঝিনাইদহে বিদ্যুতের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চাকুরীর বয়স শিথিল করে শূন্য কোঠায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক স্থায়ীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কর্মবিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি অফিসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, মশিউর রহমান, টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আমির হোসেন, মিঠু শেখসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকুরী স্থায়ী করছেন না। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। তাদের চাকুরী স্থায়ী করণের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলেও হুশিয়ারি দেন । এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জেলার বিদুৎ গ্রাহকদের।

ঝিনাইদহ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ

ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শরীরর্চ্চা ও কায়িক পরিশ্রম নিশ্চিতে খেলার মাঠ, পার্ক ও উম্মুক্ত স্থানের বাজেট বরাদ্দ গাইড লাইন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ‘সিএলপিএ’র সহযোগিতায় এবং পদ্মাসমাজ কল্যাণ সংস্থা ওসি. নেট-এর বাস্তবায়নে ঝিনাইদহ পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু‘র সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মুস্তাক আহম্মেদ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: বদরউদ্দীনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এ্যাডভোকেসীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: হাবিবুর রহমান এর পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহয় করেন, মানবাধিকারকর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিনুর রমান টুকু, স্থাপতি ও শিক্ষক হাসিবুল কবির, প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গাউস গোর্কি, নোবেল পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটর-এর শিক্ষক নাজমুল আলম রিগান, এসএসটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মুন্সী মো: আবুজাফর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, পদ্মা ইয়ুথ ইনেসিয়েটিভ-এর সমন্বয়কারী মেহেদী হাসান প্রমুখ।

এছাড়াও আলোচনা সভায় স্টেডিয়াম পুকুরকে সাঁতার উপযোগি করে গড়ে তোলা, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হাঁটার পরিবেশ করা ও কলাবাগান রোড থেকে শুরু করে নদীর পাড়ে হাঁটার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও পরবর্তিতে পৌরসভা মাষ্টারপ্লান তৈরীর বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

৩ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বেসরকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিবারের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারা অংশ নেয়। মানববন্ধনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিন, শিক্ষক নেতা আব্দুস সাত্তার, রুহুল আমিন, লিয়াকত আলী, সাথী খাতুন, আলমগীর হোসেন, সাবদার আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, শিক্ষায় বৈষম্য দুর করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান। সেই সাথে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখারও আহ্বান জানান।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা সচিবের বরাবর তাদের ৩ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি পেশ করেন।